আঁধার মানবী

মাহিন মাহমুদ

মাকতাবাতুল হাসান

আঁধার মানবী

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৫
পরিমার্জিত সংস্করণ : মে ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
প্রচ্ছদ : আবতারুজ্জামান
অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
ISBN : 978-984-8012-14-7
Web : maktabatulhasan.com
Page : 219, Page in actual : 224, Forma : 14

Fixed Price : 140 Tk

Adhar Manobi
By Mahin Mahmud
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com | fb/Maktabahasan

©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

—উৎসর্জন—

এসো, আমরা মোমের মতো বাঁচি।

নিজেকে পুড়িয়ে, কিন্তু অন্যকে আলো দিয়ে।

তাদের জন্যে এই উৎসর্জনপত্র—

যারা মানুষকে বিনিময়হীন

ডেকে যাচ্ছেন মহান প্রভুর দিকে।

… ঠিক যেন মোমের মতো, নিঃস্বার্থে।

—ভূমিকা—

আঁধার মানবী। পাঁচ বছর আগের এই বইটির চাহিদা এখনো কমেনি। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। এর সবই মহান রবের অনুগ্রহ।

জীবনকে জাগাতে বইয়ের ভূমিকা অপরিসীম! ভালো বই পারে মানুষের চিন্তা-চেতনাকে নাড়িয়ে দিতে। রবের শোকর, 'আঁধার মানবী' কারও কারও জীবনকে জাগাতে সক্ষম হয়েছে। কল্যাণকর কিছু করার বার্তা দিতে পেরেছে।

প্রিয় পাঠক, আপনার হাতে এখন বইটির নতুন সংস্করণ। পুরোনো সংস্করণে বেশকিছু ভুল ছিল। সেগুলো সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপরও কোনো ভুলত্রুটি গোচরে এলে অবশ্যই জানাবেন। পরবর্তী মুদ্রণে ত্রুটিমোচন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ভালো থাকবেন। দোয়ায় শামিল রাখবেন। শুভকামনা।

—মাহির মাহমুদ

০৩/০৫/২০২১

১

'এই যে, শোনেন! এই যে এই যে! আপনাকে বলছি!'

'জি! আমাকে?'

'হ্যাঁ, কেন আপনি শুনতে পাননি?'

'পেয়েছিলাম। কিন্তু ...'

'কিন্তু কী, কিন্তু কী? ভাব দেখাচ্ছেন, না?'

'না মানে দেখেন...'

'কী দেখব অ্যাঁ? কী দেখব?'

'আসলে আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি না। ইসলাম বেগানা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাকে নিষিদ্ধ করেছে।'

সকালের এই কথাগুলো ভেবে মেজাজটাই বিতিকিচ্ছিরি হয়ে গেল জেরিনের। নিজের চুলগুলো নিজেই টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কী প্রয়োজন ছিল ছেলেটার সঙ্গে সেধে কথা বলার? ভালো ছাত্র বলেই জেরিন ওর কাছে একটা জরুরি নোট চাইতে গিয়েছিল। তাই বলে ক্যাম্পাসের এতগুলো স্টুডেন্টের সামনে এইভাবে অপমান করবে!

হাহ, দু-টাকার এক হুজুর ছেলে, বলে কিনা, আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি না। ইসলাম বেগানা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ করেছে।... এতই যখন ধর্মপ্রেম তো ভার্সিটিতে পড়ে আছিস কেন? মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হয়ে যা না...যত্তসব।

ভার্সিটির ক্যান্টিনগুলো বিকেলবেলা বেশ জমে ওঠে। গল্পগুজব আর হইচইয়ে মেতে থাকে সারাক্ষণ। তেমন প্রয়োজনীয় হইচই না। অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা। কোন মেয়ে দেখতে কেমন, কার হাঁটাচলা কীরকম, কার সঙ্গে কার রিলেশন চলছে—এইসব ফাউ কথাবার্তা। এই সময়ে বসার জায়গা পাওয়াই মুশকিল। জামিল ও তার বন্ধু মামুন বসার জায়গা না

পেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গেটের বাইরের দিকে হাঁটা দিলো। মামুন হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'মেয়েটা তোর পূর্বপরিচিত নাকি রে দোস্ত?'

জামিল বুঝতে না পেরে বলল, 'মানে! কোন মেয়েটা?'

'ওই যে সকালবেলা! ...কিছু সময়, পিছু পিছু!'

'ধ্যাৎ কী সব মজা করিস? পরিচিত হতে যাবে কেন?'

'বল না ভাই! আমার তো মনে হয় আগে থেকেই তোদের মধ্যে জানাশোনা আছে।'

'বাদ দে তো! কীসের জানাশোনা? কোনো জানাশোনা নেই। আমি তো এর আগে একে দেখিইনি।'

'না মানে, যেভাবে ভাব-টাব নিয়ে বলছিল, মনে হইতেছিল...'

'ধুর, ওইগুলা নিয়া ফাউ ফাউ মাথা ঘামিয়ে লাভ নাই। বাদ দে এসব।'

মামুন বলল, 'ক্যান? মাথা ঘামালে প্রবলেম কী?'

'প্রবলেম আছে। এ এক ফিতনা। তুই বুঝবি না। বাদ দে তো!'

মামুন মাথা চুলকে বলল, 'ওকে তোর কথাই রইল। দিলাম বাদ।'

'থ্যাংক ইউ! এখন বল, আমার সঙ্গে কবে বেরুচ্ছিস?'

'কোথায় বের হব দোস্ত?'

'কোথায় বের হব মানে? তিন দিনের জন্য তাবলিগে! তুই-ই তো আমাকে কথা দিয়েছিলি!'

'ও আচ্ছা ওইটা? ইনশাল্লাহ। দেখি।'

'উঁহুঁ, এবার কিন্তু দেখি বললে চলবে না। অমুক বান্ধবীর বিয়ে, তমুকের বউভাত ইত্যাদি নামক কোনো অজুহাতও এইবার গ্রহণযোগ্য হবে না। আমার সঙ্গে এবার তুই যাচ্ছিস এটাই শেষ কথা। ওকে?'

মামুন হেসে বলল, 'ওকে ইনশাআল্লাহ।'

ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে জামিল ঘড়ি দেখল। চারটা বেজে গেছে। দ্রুত বাসায় ফিরতে হবে। মসজিদে ইংল্যান্ডের জামাত এসেছে। জামিলকে ইংরেজি বয়ানের ট্রান্সলেট করতে হবে। আসরের আগে পৌঁছতে না পারলে বিপদ। জামিল একটা রিকশা নিলো। লালবাগ পৌঁছতে বেশি সময় লাগার কথা না। সমস্যা জ্যাম বাবাজিকে নিয়ে। যখন-তখন পথ আটকে দাঁড়াতে পারে। জামিল

মনে মনে জ্যামকে হাতজোড় করে অনুরোধ করল, বাবাজি, আজকে অন্তত ক্ষমা কর। পথ আগলে দাঁড়াস না বাপ আমার! প্লিইইজ!!

কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। জামিল যেটার ভয়ে ছিল সেটাই হলো। ব্যস্ত এই রাস্তায় বাঘ না থাকলেও, প্রচণ্ড জ্যামের মুখে পড়তে হলো। সন্ধ্যা এখানেই ঘটে যাবে কি না কে জানে! রিকশা আথকা শাহ নামে এক মাজারের কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। জামিল তাকিয়ে দেখল, ছোটখাটো একটা ঘরের ভেতর কবরের মতো উঁচু একটা জায়গা লালসালু দিয়ে ঢাকা। এর চারপাশে অনবরত আগরবাতির ধোঁয়া উড়ছে। বাতাসে আগরবাতির ঘ্রাণ ভুরভুর করে নাকে এসে লাগছে। পেটমোটা এক লোক উদোম গায়ে বসে বসে সিগারেট টানছে। সিগারেট না গাঁজা, কে জানে! গাঁজা হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু না।

ঢাকা শহরের চিপাচাপা গলিতে এমন অসংখ্য আথকা গজিয়ে ওঠা মাজার আছে। যেখানে এই গাঁজা নামক বস্তুর নিয়মিত আসর বসে। সেইসঙ্গে চলে বাবার নামের অদ্ভুত সব কাওয়ালি কেওয়াজ। লোকজন এইসব গাঁজা খাওয়া মাজারেই আবার নিজের রক্তঝরা পরিশ্রমের টাকা অকাতরে ঢেলে দেয়। ভাবে, এই মাজারওয়ালারাই পরকালে পার করে দেবে। নামাজ-রোজার আর কী দরকার?

জামিল ভাবছিল ওইসব দ্বীনহীন লোকগুলোর কথা। কী উপায় হবে? কে বোঝাবে এদের? ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। জামিলের রিকশাওয়ালা মাজারের দিকে আছড়ে পড়ে দৌড় লাগাল। যেভাবে গেল, বিশ সেকেন্ডের মধ্যে সেভাবেই ফিরে এলো। দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে অন্য রিকশার সঙ্গে খোঁচা খেয়ে তার শার্ট ছিঁড়ে গেছে।

জামিল বলল, 'কী ভাই, এত ছুটাছুটি করলেন কেন?'

রিকশাওয়ালা জায়গামতো টাকাটা দিতে পেরে বেজায় খুশি! সে একগাল হেসে বলল, 'বাবার মাজারে বিশটা টেহা দিয়া আইলাম।'

জামিল অবাক গলায় বলল, 'মাজারে টাকা দিলেন কেন? আপনার এত পরিশ্রমের টাকা! শার্টটাও তো ছিঁড়ে ফেলেছেন!'

'ওইটা কিছু না, বাবায় খুশি অইলে সব পামু।'

'উঁহুঁ, কিছুই পাবেন বলে মনে হয় না। অথচ এই টাকায় আপনি একটা ডাব খেতে পারতেন। শরীরের উপকার হতো। মাজারে টাকাপয়সা দেওয়া তো আমাদের ধর্মে হারাম!'

জামিলের কথা শুনে অন্যান্য রিকশাওয়ালা ও যাত্রীরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। যেন জামিলকে না, চিড়িয়াখানার কোনো জীবজন্তুকে দেখছে!

জামিল মনে মনে বলল, 'হায় কপাল! এই দেশে সত্য বলাও দেখি মুশকিল! সত্যের ভাত কি দিন দিন উঠে যাচ্ছে?'

রিকশা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।

আথকা শাহের পেটমোটাটা চোখ-মুখ বন্ধ করে সিগারেটে গভীর দম দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ জামিল এক অবাক করা দৃশ্য দেখল। মাঝবয়সি এক মহিলা মাজারে ঢুকে পেটমোটা বুড়োটার পায়ে উপুড় হয়ে সেজদা ঠুকে দিলো! বেশ অবাক হলো জামিল। দিনদুপুরে এ কী অনাচার!

২

জেরিনের মনটা এখনো বিমিয়ে আছে। সকালবেলার অপমানের গায়ে পানি ঢালার চেষ্টা করছে, পারছে না। পানি ঢালার আগেই ছ্যাঁৎ করে একটা শব্দ হচ্ছে। প্রতিশোধের বাতাস এসে অপমানের আগুনটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। জেরিন বাবার ঘরে উঁকি দিলো। ঘর অন্ধকার। বাবা কি ঘুমোচ্ছে? এই সময়ে তো ঘুমোনোর কথা না। শরীর-টরির খারাপ করল না তো?

হাসান ফারুক মোমবাতি জ্বালিয়ে টেবিলে বসে লেখালেখি করছেন। বিষয়টা এমন না যে বাসায় বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ বহাল তবিয়তেই আছে। কিন্তু মোমবাতির আলোয় লেখালেখির পদ্ধতিটা তাকে বেশ পুলকিত করছে। মোমবাতির এই টেকনিকটা আজকেই জানলেন তিনি। জেরিন বাবার ঘরে মোমবাতি জ্বালানো দেখে বেশ অবাক হয়ে বলল, 'বাবা কী করছ?'

'লিখছিরে মা।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তা, মোমবাতি জ্বালিয়ে কেন বাবা?'

'টেকনিকটা আজকেই শিখলাম। ব্রিটিশ মুক্তমনা লেখক পিটারসনের বই থেকে। খুব মজা পাচ্ছিরে মা!'

জেরিন বুঝতে পারছে না এতে মজার কী আছে। দেখেই ওর মাথাব্যথা করছে। অন্ধকারে এভাবে কাজ করলে তো চোখের বারোটা বেজে যাওয়ার কথা! হাসান ফারুক বললেন, 'তুই কি কিছু বলতে এসেছিস মা?'

'না বাবা! এমনি এসেছিলাম। তোমার ঘর অন্ধকার দেখে ভাবলাম শুয়ে পড়েছ কি না।'

'না। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব না। অনেক রাত পর্যন্ত লেখালেখি করব। তুই কি আমাকে এককাপ চা করে দিতে পারবি?'

'আচ্ছা, দিচ্ছি।'

দিচ্ছি বলেও জেরিন দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতে পারছে না বাবাকে সকালবেলার ঘটনাটা বলবে কি না। না বলেও উপায় নেই। জেরিনের মা নেই। পৃথিবীতে বাবাই ওর খুব ভালো বন্ধু। ও বলল, 'বাবা, একটা কথা বলব?'

'কী কথা? বল না!' মেয়ের হাত ধরে পাশে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন হাসান ফারুক।

জেরিন বলল, 'বাবা, আজকে ক্যাম্পাসে একটা হুজুরমতো ছেলে আমাকে চরম অপমান করেছে। কিছুতেই ভুলতে পারছি না এই ঘটনা।'

'হুজুর ছেলে! কী করেছে, বল তো!'

পুরো ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনে হাসান ফারুক কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'শোন মা। এইসব হুজুর-টুজুরের বিষয়ে না জড়ানোই ভালো। এরা দেশকে, সমাজকে, সমাজের মানুষকে হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে যায়। তুই এ যুগের আধুনিক মেয়ে। তোকে তো এসব নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, তাই না? ভুলে যা এসব। নিজের কাজে মনোযোগ দে।'

জেরিন মাথা নেড়ে চা বানাতে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। তার মাথা ভার হয়ে আছে। মাথা থেকে হুজুর ভূতটা যতই নামাতে চেষ্টা করছে, ততই যেন আরও জেঁকে বসছে। সে চায়ের কাপে চিনির জায়গায় লবণ দিয়ে বসে রইল।

৩

হাসান ফারুক মোমবাতির আলোয় বসে 'ধর্ম বনাম স্বাধীন জীবন' শিরোনামে একটা লেখা লিখছিলেন। টেবিলে কখন চা দেওয়া হয়েছে খেয়াল

করেননি। মনে হয় বেশিক্ষণ হয়নি। কাপ থেকে এখনো ধোঁয়া উড়ছে। তিনি চায়ে চুমুক দিয়েই অ্যাঁ অ্যাঁ করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন। চায়ে আধামণ লবণ দেওয়া। এই চা খাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না।

চায়ের কাপ টেবিলে রেখে জেরিন ওর দোতলার ঘরে চলে গেছে। ওকে এখন ডাকাও সম্ভব না। হাসান ফারুক অবাক হলেন। মেয়েটার হলো কী! ও তো কখনো এই কিসিমের চা বানায় না! তিনি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে লেখার শিরোনামটা আবার দেখে নিলেন। তার সিগারেট খাওয়া ঠোঁটের কোনায় এক চিলতে হাসি। শিরোনাম ঠিকঠাকই আছে। নতুন প্রজন্মের বাহবা কুড়ানোর মতো যথেষ্ট মশলা রয়েছে এই শিরোনামে।

জেরিন ফুলস্পিডে এসি ছেড়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। তার মাথা প্রচণ্ড ভার হয়ে আছে। প্যারাসিটামল জাতীয় কিছু খেতে পারলে ভালো হতো। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। কাজের বুয়া শিশির মা আজ সন্ধ্যাবেলাতেই কাজ গুছিয়ে শুয়ে পড়েছে। তাকে এখন ডাকাডাকি করা ঠিক হবে না। কী করা যায় এখন? সকালে ক্যাম্পাসের অপমানের ব্যাপারটা মাথা থেকে আপাতত নামানো উচিত। এই জিনিস বড্ড ঝামেলা করছে। জেরিন প্যারাসিটামলের জন্য উঠতে যাবে ঠিক তখনই ওর বান্ধবী রিতুর ফোন এলো। জেরিন ফোন রিসিভ করে বলল, 'হ্যালো!'

রিতু বলল, 'জেরি, কী অবস্থা তোর?'

'অবস্থা ভালো না।'

'কেন?'

'ভারী মাথা নিয়ে শুয়ে আছি।'

'অহ।'

'কীরে, অহ বলে চুপ করে গেলি কেন? ছেলেটার খবর নিয়েছিস?'

'কোন ছেলেটা?'

'কোন ছেলেটা মানে? আকাশ থেকে পড়লি মনে হয়? ওই যে জামিল না ক্যামেল নাম, ওই ছেলেটার কথা বলছি।'

'খবর নিয়েছি। পোলা পুরান ঢাকায় ভাড়া থাকে।'

'ওর কি কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে? জানিস কিছু?'

'জানি না। নাই মনে হয়। হুজুর মানুষ। নাও থাকতে পারে।'